ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

সত্যিই কি মা হতে চলেছেন ক্যাটরিনা?

পৃঃ ৫

শুভমনের গুজরাট ছাড়ার গুঞ্জন

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৩ সংখ্যা ঃ ১৪২ ● কলকাতা ● ১২ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১ ● রবিবার ● ২৬ মে, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রে তীরে ধারে এসে, কি তরি ডুববে এ প্রশ্ন ঘুরে বেড়াচ্ছে জনগণের মুখে ?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থীর জয়ের বিষয়ে রাজনৈতিক সচেতন মানুষের কোন সন্দেহ ছিল না। টি,এম,সি প্রার্থীর গ্রহন যোগ্যতা একেবারেই অনেকটাই ব্যাগ ফুটেছিল। আই এস এফ ইসলাম ভাবমূর্তি দিয়ে, মুসলিম ভোটারদের প্রভাবিত করতে পেরেছে। সিপিআইএম প্রতীকি লড়াইয়ে নেমেছে, তানাহলে যাদবপুর এর মতো কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত নেতাকে ভোটের ময়দানে নামাতেন। স্বাভাবিক কারনেই বিজেপি প্রার্থী ড. অনিবার্ণ গাঙ্গুলী ধারে এবং ভারে অনেকটাই এগিয়ে আছে মনে করছে বিজেপির একাংশ। ষষ্ঠ দফার ভোট সমাপ্ত হয়েছে, সারাদিন টিএমসিজে মরিয়া হয়ে বিজেপিকে প্রতিহত করার চেষ্টা করেছে। আগামী ১ লা জুন যাদবপুর কেন্দ্রের ভোট, প্রার্থী এবং জেলা সভাপতি অধ্যাপক মনোরঞ্জন জোদ্দার খুব পরিশ্রম করছে। সুত্র মারফৎ প্রাপ্ত সংবাদে জানা গেছে,এই মুহুর্তে বিজেপি প্রার্থীকে হারানোর জন্য কিছু ভুইফোর দ্বায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যাক্তি জোর কদমে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তা নাহলে শ্রোতাহীন ফাঁকা চেয়ারে সুকান্ত সেতুতে সভা করতে হয়? রাণীকুঠীতে এপুিরার মূখ্যমন্ত্রীর সভায় পাঁচশত লোকও জমায়েত করতে পারে নাই। পাড়ায় পাড়ায় প্রচার নেই বললেই চলে, ভোটার শ্লিপ বিতরনের বিষয়ে বিজেপি উদাসীন। দীর্ঘ দিনের নেতা-কমীদের বসিয়ে রেখে অন্যদল থেকে আসা লোকজনকে নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্বে রাখা হয়েছে। বিজেপির প্রতিষ্ঠিত সু-বক্তাদের মঞ্চে না তুলে শিক্ষানবীশ বক্তাদের মঞ্চে বক্তব্য রাখার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। মিডিয়া মারফৎ প্রচারের জন্য কিছু বাম মনোভাবাপন্ন চ্যানেলের পেছনে দেদার টাকা ঢালা হচ্ছে বলে শোনা যাচ্ছে। অথচ জাতীয়তা ভাবধারায় চালিত চ্যানেলগুলোকে প্রার্থীর ধারে কাছে ঘেঁষতে দেওয়া হচ্ছে না। যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রে

এরপর ৩ পাতায়

বাংলাদেশের সাংসদ

আনোয়ারুল আজিম আগে থেকেই খুনের টার্গেটে ছিল

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বাংলাদেশের সাংসদ আনোয়ারুল আজিম আগে থেকেই টার্গেটে ছিলেন। তৃতীয়বার আর বাঁচতে পারলেন না। এমনটাই মনে করছে ঢাকা গোয়েন্দা পুলিস(ডিবি)। ডিবির অতিরিক্ত কমিশনার হারুন আর রশিদ শনিবার বলেন, সাধারণ নির্বাচনের আগে ও এবছর জানুয়ারিতে আনোয়ারুকে খুনের ছক কষা হয়। কিন্তু সেই দুই পরিকল্পনাই ভেস্তে যায়।বাংলাদেশের এক শীর্ষ গোয়েনদা কর্মকর্তা বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যমে জানান, সীমান্তকেন্দ্রিক অবৈধ কারবারের বিরোধ থেকে হত্যাকাণ্ড হতে পারে। বড় অঙ্কের আর্থিক দ্বন্দ্বের জের ধরেই এ ছক কষা হয়। তবে কে কার কাছে টাকা পাবেন-এটা নিশ্চিত হতে কাজ করছেন গোয়েন্দারা। সূত্রটি বলছে, বন্ধু শাহীনের কাছে

এরপর ৩ পাতায়

রবিবার এবং সোমবার ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাব পড়বে সব থেকে বেশি

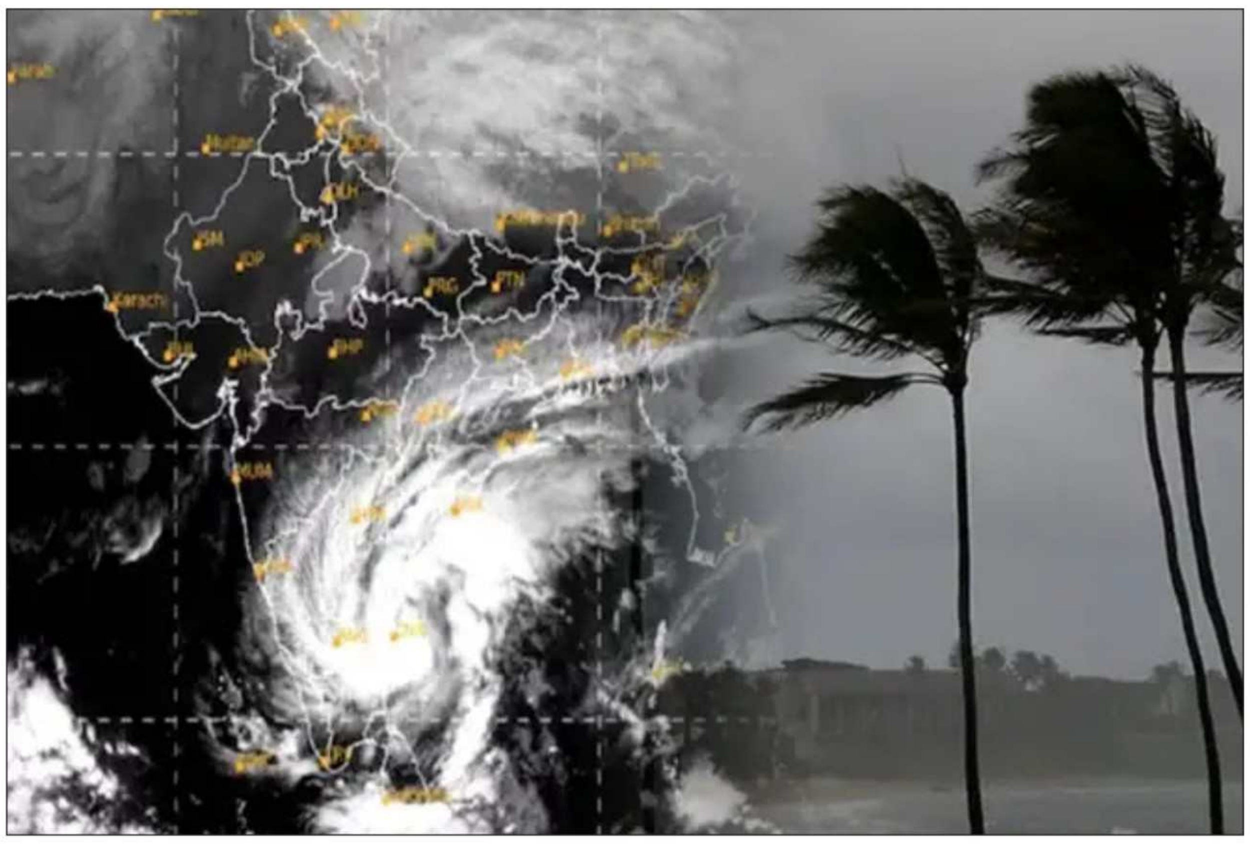

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দুর্যোগের ডঙ্কা বাজছে। ইতিমধ্যেই বঙ্গোপসাগরে তৈরি হয়েছে নিম্নচাপ। সাগরের গভীর নিম্নচাপ শনিবার সকালেই পরিণত হতে পারে ঘূর্ণিঝড়ে। এমনটাই জানিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর। নিম্নচাপটি ঘূর্নিঝড়ে পরিণত হয়ে উত্তর দিকে অগ্রসর হবে। এরপর রবিবার মাঝ রাতে বাংলাদেশ উপকূল এবং সংলগ্ন বাংলার উপকূল অতিক্রম করে সাগর দ্বীপ এবং বাংলাদেশের খেপুপাড়া পৌঁছবে সেই ঘূর্ণিঝড়। রবিবার দুই ২৪ পরগনায় ২০ সেন্টিমিটারের বেশি বৃষ্টিপাত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অতি ভারী বৃষ্টির পাশাপাশি ১০০-১১০ কিলোমিটার গতিবেগে বইতে পারে ঝড়। ২৬ ও ২৭ তারিখ দক্ষিণবঙ্গের অন্তত ছয় থেকে সাত জেলায় ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর এবং নদিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম এবং মুর্শিদাবাদে ভারী বৃষ্টি হতে পারে। ইতিমধ্যেই এই কমলা সতর্কতা রয়েছে।আজ থেকে উত্তাল থাকবে সমুদ্র। দক্ষিণবঙ্গের (South Bengal) উপকূলবর্তী বেশকিছু জেলায় শনিবার থেকেই ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা জানিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর। শনিবার থেকেই দক্ষিণবঙ্গের সর্বত্র বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। আগামীকাল থেকে দক্ষিণবঙ্গের জেলা গুলিতে বৃষ্টির পাশাপাশি ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে।

শনিবার দুই ২৪ পরগনা এবং পূর্ব মেদিনীপুরে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে বলে সতর্ক করেছে আবহাওয়া দপ্তর।

এরপর ৩ পাতায়

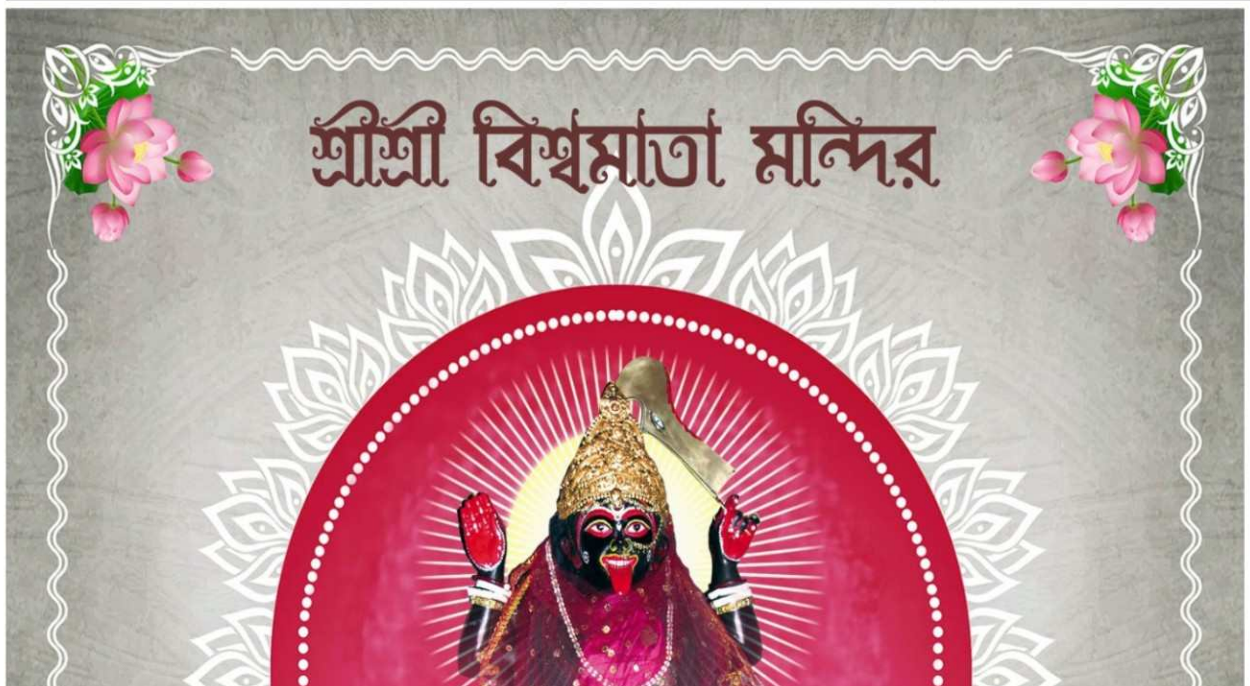

রেমাল ঠেকাতে তৎপর হাওড়ার ব্লক প্রশাসন

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : উলুবেড়িয়া: নিউজ সারাদিন : ঘূর্ণিঝড় "রেমাল" রবিবার আছড়ে পড়তে চলেছে বাংলাদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গের সংলগ্ন উপকূলে। যার প্রভাবে দু'দিন দক্ষিণবঙ্গে ঝড়বৃষ্টি হবে। "রেমাল" মোকাবিলায় তৎপর হাওড়ার জেলা ও ব্লক প্রশাসন।হাওড়া জেলার নদী তীরবর্তী এলাকায় জেলা ও ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে একাধিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।শনিবার উলুবেড়িয়া-১নং ব্লকের কালীনগর এবং হীরাপুর অঞ্চলের নদী তীরবর্তী এলাকার মানুষদের মাইকিং করে প্রচার চালানো হচ্ছে। যাতে ওই এলাকার মানুষরা অযথাই আতঙ্কিত না হন। বিডিও এইচ এম রিয়াজুল হক জানান, "জেলাশাসকের নির্দেশ মোতাবেক এবং মহকুমাশাসকের তত্ত্বাবধানে আমাদের ব্লকে কন্ট্রোল রুমের ব্যবস্থা করা হয়েছে।তিনি আরও জানান,আমাদের ব্লকের নদী তীরবর্তী এলাকার মৎস্যজীবীদের নদীতে মাছ ধরতে যাওয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা করা হয়েছে। এবং ঘূর্ণিঝড় বিপর্যয় মোকাবিলায় আমরা পুরোপুরি প্রস্তুত। অন্যদিকে,শ্যামপুর-১নং ব্লকের গাদিয়াড়া,শিবগঞ্জ,বানেশ্বরপু, গুজারপুর সহ নদী এলাকাগুলিতে নামানো হয়েছে এনডিআরএফ-টিম।ওইসব এলাকার স্থানীয় বাসিন্দাদের মাইকিং প্রচারের মাধ্যমে সতর্ক করা হচ্ছে।ওই ব্লকের বিডিও তন্ময় কার্যী জানান,প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক স্কুলগুলিতে অস্থায়ী ত্রান শিবিরের ব্যবস্থা করা হয়েছে।সেখানে পানীয় জলের পাশাপাশি শুকনো খাবারের ব্যবস্থা করা হয়েছে।এদিন বিডিও-র উপস্থিতিতে গ্রামে গ্রামে প্রচার চালাচ্ছেন শ্যামপুর থানার ওসি কৌস্তভ কর্মকার,ব্লকের আধিকারিক অনুপম ধর এবং এনডিআরএফ-টিমের সদস্যরা।এর পাশাপাশি বাগনান-১নং ব্লকের কল্যাণপুর ও বাকসিহাটের নদী তীরবর্তী এলাকাতেও মাইকিং প্রচার চালানো হচ্ছে।বিডিও মানস কুমার গিরি জানান,"ঘূর্ণিঝড় বিপর্যয় মোকাবিলায় আমরা ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছি।

তিনি আরও জানান, জেলাশাসকের নির্দেশ মোতাবেক এবং মহকুমাশাসকের তত্ববধানে ইতিমধ্যেই ব্লক অফিসে কন্ট্রোল রুমের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ষষ্ঠ দফার ভোট শুরুর আগেই মৃত্যুর ঘটনা তমলুকে

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : ষষ্ঠ দফার ভোট শুরুর আগেই মৃত্যুর ঘটনা তমলুকে। তৃণমূল নেতাকে কুপিয়ে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ। শুক্রবার রাতে অর্থাৎ ভোটগ্রহণ শুরু হওয়ার কয়েক ঘণ্টা আগেই মৃত্যু হল শেখ মইবুল (৪২) নামে এক তৃণমূল নেতার। তমলুক লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত মহিষাদলের বেতকুণ্ডুর ঘটনা। অভিযোগ, বিজেপির নেতা কর্মীদের সঙ্গে কথা কাটাকাটি পরে সংঘর্ষ বাঁধে।ঘটনায় এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া। তৃণমূলের তোলা অভিযোগ অস্বীকার করেছে বিজেপি। বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, নিজেদের মধ্যে গোষ্ঠীকোন্দলের জেরেই মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। একদিকে, বৃহস্পতিবার থেকেই অশান্ত নন্দীগ্রাম। বিজেপি কর্মীর মায়ের মৃত্যু ঘিরে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এলাকা। তার মধেয় নতুন করে মৃত্যুর ঘটনায় উত্তেজনা বেড়েছে এলাকায়।

ঘটনাস্থলে রয়েছে বিশাল পুলিশ বাহিনী ও কেন্দ্রীয় বাহিনী। ভোট যাতে শান্তিপূর্ণভাবে হয়, তার জন্য সকাল থেকে এলাকায় টহল দিচ্ছে কেন্দ্রীয় বাহিনী।তার জেরেই মৃত্যু বলে দাবি একাংশের। তবে ঘটনার পিছনে ঠিক কারা, তা এখনও স্পষ্ট নয়।

স্থানীয় সূত্রে খবর, শুক্রবার বিকেলে এলাকার বিজেপির নেতা-কর্মীদের সঙ্গে বচসা বাঁধে মইবুলের। তারপরই শুরু হয় হাতাহাতি। রক্তাক্ত অবস্থায় মইবুলকে স্থানীয় মহিষাদলের বাসুলিয়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। অবস্থার অবনতি হলে সেখান থেকে তমলুকে নিয়ে যাওয়া হয় তাঁকে। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয় রাতেই।

জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী

মেঘনাদ হালদারের সমর্থনে মগরাহাটে নির্বাচনী জনসভা

মগরাহাট: নিউজ সারাদিন : আসন্ন লোকসভা নির্বাচন যতই শেষের দিকে যাচ্ছে ততই উত্তপ্ত বাড়ছে, শাষক ও বিরোধী দলের নেতা কর্মীরা তাদের দলের জন্য কেউ কারোর এক ইঞ্চি জায়গা ছাড়তে নারাজ। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রের আইএসএফ প্রার্থী মেঘনাদ হালদারের সমর্থনে এদিন মগরাহাট এলাকায় এক নির্বাচনী জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। আইএসএফ চেয়ারম্যান ও ভাঙ্গরের বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী তিনি বলেন তৃণমূল কংগ্রেস বা বিজেপি, যাদের আমরা একসাথে বিজেমূল বলি, তারা সংসদে গিয়ে সাধারণ মানুষের দুঃখ-দুর্দশার কথা তুলে ধরে না। সেইজন্য মানুষের কণ্ঠকে জোরদার করতে সংসদে আইএসএফের প্রতিনিধিকে পাঠানো দরকার। আইনসভায় গিয়ে আইএসএফ শাসকের চোখে চোখ রেখে কথা বলবে। মানুষের দাবি-দাওয়া আদায় করবে। তিনি আরও বলেন, বিজেপি যেমন মানুষকে বিভাজন করে রাজনীতি করে, তেমনই তৃণমূল কংগ্রেস মানুষকে অপমান করে রাজনীতি করে। সামান্য দান খয়রাতি করে তারা ভাবছে মানুষের ভোট কিনে নিয়েছে। একটা প্রজন্মকে তারা শেষ করে দিয়েছে। পাড়ায়, পাড়ায় তারা বিনামূল্যে মদ বিলোচ্ছে। অথচ পাড়ার প্রাথমিক বিদ্যালয়টি সামান্য ব্ল্যাকবোর্ডের অভাবে ধুঁকছে। তারা জানে যে মানুষ শিক্ষিত হলে, ওদের আর তল্পিবাহক হবেনা। সাধারণ মানুষকে আত্মমর্যাদা নিয়ে বাঁচার অধিকারটুকু ওরা হরণ করতে চাইছে, এটা চলতে পারে না।সমাজের এই অন্যায়, অবিচার, মানুষের প্রতি এই তীব্র শোষণ-বঞ্চনার অবসান ঘটাতে আইএসএফ নিম্নবর্গের মানুষদের সংগঠিত করছে। তাদের উত্থানে তাই ওরা ভয় পেয়েছে,সেই জন্য ওরা তীব্র আক্রমণ নামিয়ে আনছে। কিন্তু আইএসএফ শত বাধা, বিঘ্ন ডিঙিয়ে এগোবে বলে আইএসএফ চেয়ারম্যান দৃঢ়তার সঙ্গে উচ্চারণ করেন। এগোতে গেলে দেশের আইনসভায় শক্তিবৃদ্ধি করতে হবে। তাই তিনি মানুষকে চুপচাপ প্রার্থী মেঘনাদ হালদার এর আইএসএফ সিম্পল খামে ছাপ দেবার আহ্বান জানান। মগরাহাটের এই সভায় বিরাটসংখ্যক মানুষ এসেছিলেন, মহিলাদের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়। জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী মেঘনাদ হালদার ও দলীয় নেতা সাহাবুদ্দিন সিরাজী সহ স্থানীয় নেতৃত্ব সকলে উপস্থিত ছিলেন।

মালা রায়ের ভোটে প্রচারে ইউসুফ পাঠান

মো. জহির : কলকাতা : নিউজ সারাদিন : দক্ষিণ কলকাতা থেকে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী মালা রায়ের পক্ষে প্রচার করতে কলকাতা প্রচারে ঝড় তুললেন ক্রিকেটার এবং এখন তৃণমূলের তারকা প্রার্থী ইউসুফ পাঠান। ইউসুফ পাঠান একটি র‍্যালি সমাবেশে যোগ দিয়েছেন।পাঠান কে এক ঝলক দেখার জন্য ভিড় জড়ো হয়। মালা রায়ের সঙ্গে হুড খোলা গাড়িতে চেপে ৬৫ নম্বর ওয়ার্ডে বুকে দাপিয়ে প্রচার করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের তারকা প্রার্থী ইউসুফ পাঠান।এই সময় বিধায়ক দেবাশীষ কুমার ৬৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর এবং অন্যান্য দলীয় কর্মীদের নিয়ে প্রচার চালান।

সকাল থেকে কার্যত অয়াকশন মোডে দেখা যায় অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়কে

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : ঘড়িতে ভোর সাড়ে ৫টা। ভোট শুরু হতে তখনও ঘণ্টা দেড়েক বাকি। তখন থেকেই রাস্তায় বেরিয়ে পড়লেন তমলুকের বিজেপি প্রার্থী তথা প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। এবারই প্রথমবার নির্বাচনে লড়ছেন তিনি। আর এদিন সকাল থেকেই তাঁকে দেখা গেল একেবারে অ্যাকশন মোডে। সাত সকালেই ছুটলেন হলদিয়া।এরপর তিনি সোজা চলে যান হলদিয়ায়। ২০৮ নম্বর বুথে গিয়ে তিনি বলেন, "এজেন্ট বসতে দিচ্ছে না। তাই আমাকে আসতে হয়েছে।" বিজেপির মহিলা এজেন্টকে বসতে দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। তিনি গিয়ে প্রিসাইডিং অফিসারের সঙ্গে কথা বলেন। এরপর বসতে দেওয়া হয় তাঁকে। কী করছিল কেন্দ্রীয় বাহিনী এই প্রশ্ন শুনে অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, "কেন্দ্রীয় বাহিনী বাঁশি বাজাচ্ছিল, শ্যামের বাঁশি।" এদিনক সকাল থেকে কার্যত অয়াকশন মোডে দেখা যায় অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়কে। সকালেই তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন, ষষ্ঠ দফার ভোট শান্তিপূর্ণ নাও হতে পারে। হলদিয়ার একটি বুথে তাঁর উদ্দেশে 'গো ব্যাক' স্লোগান দেওয়া হয়।এদিন সকালে বেরিয়েই তিনি অভিযোগ তোলেন, নন্দীগ্রামে ব্যাপক সন্ত্রাস চালাচ্ছে পুলিশ। বিজেপি কর্মীদের ভয় দেখানো হচ্ছে বলেও দাবি করেন তিনি। অভিজিৎ বলেন, "গভীর রাতে ব্যাপক সন্ত্রাস চালিয়েছে পুলিশ। ৩-৪ হাজার পুলিশ গাড়ি নিয়ে ঢুকেছিল এলাকায়। অবজারভারের কাছে জানানোর অনেক পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এসেছে।

এরপর ৩ পাতায়

জামালপুর থেকে পুজো দিয়ে ফেরার পথে

নবদ্বীপ টোল গেটে বাস দুর্ঘটনার কবলে সন্ন্যাসী সহ পুণ্যার্থীরা

নবদ্বীপ নদীয়া : নিউজ সারাদিন : পূর্ব বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলীর দু'নম্বর ব্লকে জামালপুর গ্রাম। এই গ্রামেই বাবা বুড়োরাজের মন্দির অবস্থিত। রাঢ় বাংলার অন্যতম প্রধান শৈব তীর্থ হল পূর্ব বর্ধমান জেলার এই বুড়ো রাজ মন্দির। এই বুড়োরাজ মন্দির থেকে পূজো দিয়ে ফেরার পথে শুক্রবার সন্ধ্যায় নদিয়ার নবদ্বীপ কৃষ্ণনগর রাজ্য সড়কের গৌরাঙ্গ সেতু রোড টোলগেটের কাছে ওভারটেক করতে গিয়ে অল্পের জন্য রক্ষা পেল বাস বোঝাই জামালপুর ফেরত শতাধিক সন্ন্যাসী। বাসটি উল্টে খাদে পড়ে যায় খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে নবদ্বীপ থানার পুলিশ। এরপর স্থানীয়দের সাহায্যে বাসে থাকা জামালপুর ফেরত সমস্ত সন্ন্যাসীদের এক এক করে বাস থেকে নামিয়ে আনা হয়। নবদ্বীপ থানা সূত্রে খবর এদিন রাত প্রায় ৯টা নাগাদ নবদ্বীপের পার্শ্ববর্তী পূর্বস্থলীর ব্লকের জামালপুরে বাবা বুড়োরাজ মন্দিরে পুজো দিয়ে শতাধিক সন্ন্যাসী নিয়ে বাসটি কৃষ্ণনগরের দিকে যাচ্ছিল, নবদ্বীপ গৌরাঙ্গ সেতু রোডে টোলগেটের কাছে ১টি গাড়িকে ওভারটেক করতে গিয়ে রাস্তার পাশে গর্তের মধ্যে পড়ে কাত হয়ে যায়। চালকের তৎপরতায় প্রায় উল্টে যাওয়ার হাত থেকে কোনক্রমে রক্ষা পায় যাত্রী বোঝাই বাসটি। টোল গেট সূত্রে খবর রোডে জ্যাম হয়ে যাওয়ার ফলে বাস সাইড কাটিয়ে অন্য গাড়িকে ওভারটেক করতে যাওয়ার ফলে তখনই এই বিপত্তি। দুর্ঘটনায় তেমন কোনো রকম যাত্রীদেরক্ষতি হয়নি বলে জানা গেছে।

জামালপুরের বাবা বুড়োরাজের প্রধান উৎস হয় বুদ্ধ পূর্ণিমার দিন। প্রতিবছর এইখানে মেলা বসে মাসখানেক মেলা চলে বহুদূরান্ত থেকে পুণ্যার্থীরা বিভিন্ন যানবাহন করে আসে এবং নবদ্বীপের ভাগীরথী গঙ্গায় স্নান করে জামালপুরের বুড়ো রাজ মন্দিরে পুজো দিতে যায়।

আমার ছেলেকে মেরে দেবে গো...

ওকে নিয়ে যাও" হিরণের হাত ধরে কার্যত অঝোরে কেঁদে ফেলেন মহিলা

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : জায়গাটা কেশপুরের পাঁওসা। গাড়ি নিয়ে সদ্য এলাকায় ঢুকলেন বিজেপি প্রার্থী হিরণ চট্টোপাধ্যায়। আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর গাড়ি ধরে কান্নায় ভেঙে পড়লেন গ্রামবাসীরা। চোখে মুখে আতঙ্কের ছাপ। বুকে ভয়। মহিলারা কান্নায় ভেঙে পড়েছেন। এক মা বললেন, রাম কে নিয়ে যান। নিয়ে যান আপনি। ও মরে যাবে আজ রাতে।'উল্লেখ্য, আজ ঘাটালের অপর প্রার্থী দীপক অধিকারীকে দেখা গেল ভোটের পর আবির খেলতে। উচ্ছ্বাসে মাতলেন তিনি। অপরদিকে, হিরণকে ধরে রীতিমতো কান্নাকাটি। যদিও, হিরণ বলেছেন, "এইটাই কেশপুর। এই সন্ত্রাসের পরিবেশ তৈরি করে অভিনেতা জিততে আসছেন। এই মায়েরা বলছেন আজ রাত্রিবেলা তৃণমূলের হার্মাদ বাহিনী খুন করে দিয়ে চলে যাবেন।"এক গ্রামবাসী বললেন, "কালকে রাত্রিবেলা থেকে ওরা অশান্তি করছে। মহিলাদেরও ছাড়ছে না। আর আমাদের ওই ছেলেটিকে বলছে মেরে শেষ করে দেব।" আরও এক মহিলা কার্যত আতঙ্কে কাঁদতে কাঁদতে চিৎকার করে বলেন, "আমার ছেলেকে মেরে দেবে গোওকে নিয়ে যাও।" হিরণের হাত ধরে কার্যত অঝোরে কেঁদে ফেলেন মহিলা। পাল্টা হিরণও আশ্বাস দিয়ে বলেন, "কিছু হবে না। আমি আছি।আমি থাকব।"

অজ্ঞাত পরিচয়
এক যুবকের আধপচা দেহ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : পিচের রাস্তা। দু'পাশে বড় বড় সবুজ গাছ। আর রাস্তার ধার দিয়ে সুবিশাল পাট ক্ষেত। রাস্তার ধার দিয়ে কিছুদূর অন্তর অন্তর নেমে গিয়েছে আল পথ। সেই আল পথ ধরে পাট ক্ষেতের ভিতর কিছুটা এগিয়ে যেতেই বিকট গন্ধ। মানুষ পচা গন্ধ। আরও কিছুটা এগোতেই চক্ষু চড়কগাছ এলাকাবাসীদের। পাট ক্ষেতের মধ্যে পড়ে রয়েছে অজ্ঞাত পরিচয় এক যুবকের আধপচা দেহ।খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় বালুরঘাট থানার পুলিশ। দেহটি পাট ক্ষেত থেকে উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানোর ব্যবস্থা করেছে পুলিশ। কীভাবে ওই যুবকের মৃত্যু হল, সেটি এখনও স্পষ্ট নয়। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলে এ বিষয়ে দিশা মিলতে পারে। এদিকে পুলিশ ইতিমধ্যেই গোটা বিষয়টির তদন্ত শুরু করেছে এবং মৃতের নাম পরিচয় জানার চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিশ। তবে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, ওই যুবকের মৃত্যু খুব বেশিদিন আগে নাও ঘটতে পারে। গতকাল বা গত পরশু সকালের দিকে ওই যুবকের মৃত্যু হয়ে থাকতে পারে বলে অনুমান পুলিশের। অত্যাধিক গরমের কারণেই শরীরে পচন ধরে থাকতে পারে বলে অনুমান তাঁদের।পচনের কারণে দেহ কিছুটা ফুলে উঠেছে। গোটা শরীর নীলচে হয়ে গিয়েছে। শনিবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ দিনাজপুরের চিঙ্গিশপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে বালুরঘাট ব্লকের অন্তর্গত এই পঞ্চায়েতের চকফরিদ এলাকায় বেশ শোরগোল পড়ে গিয়েছে।

পাট ক্ষেতের মধ্যে এই আধ পচা দেহ পড়ে থাকার বিষয়টি প্রথম নজরে আসে গ্রামের সাধারণ মানুষজনেরই। আজ সকালে রাস্তার ধার দিয়ে যাঁরা চলাচল করছিলেন, তাঁদের নাকে পচা দুর্গন্ধ আসছিল। এরপর সেই দুর্গন্ধের উৎস খুঁজতে শুরু করতেই পাট ক্ষেতের মধ্যে দেখা যায় এই ভয়ঙ্কর কাণ্ড। অজ্ঞাত পরিচয় ওই যুবকের মাথার দিকে রক্তের চিহ্নও পাওয়া গিয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে জানা যাচ্ছে। এদিকে দেহ পড়ে থাকতে দেখে সঙ্গে সঙ্গে এলাকাবাসীরা খবর দেন থানায়।

ভোট পরিদর্শনে বেরিয়ে হামলার মুখে ঝাড়গ্রামের বিজেপি প্রার্থী প্রণত টুডু

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভোট পরিদর্শনে বেরিয়ে হামলার মুখে ঝাড়গ্রামের বিজেপি প্রার্থী প্রণত টুডু। গড়বেতার মোগলাপাতায় তাঁকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান গ্রামবাসীরা। গাড়ি লক্ষ করে ইটবৃষ্টি হয়ে বলে অভিযোগ। পরিস্থিতি সামলাতে গিয়ে প্রার্থীর নিরাপত্তায় থাকা সিআইএসএফ জওয়ানের মাথা ফেটে যায়।এই অবস্থায় প্রার্থীর নিরাপত্তায় থাকা জওয়ানরা তাঁকে সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যান। কিন্তু ইটের আঘাতে মাথা ফেটে যায় সিআইএসএফ (CISF) জওয়ানের। এর পর প্রাণভয়ে দৌড়ে এলাকা ছেড়ে যান বিজেপি প্রার্থী। প্রণত টুডুর অভিযোগ, ওখানকার বুথে বিজেপি সমর্থকরা ভোট দিতে গেলে তৃণমূল তাঁদের বাধা দিয়ে জোর করে ছাপ্পা ভোট করাচ্ছে। সেই খবর পেয়েই তিনি এসেছিলেন পরিস্থিতি দেখতে। কিন্তু গ্রামে ঢুকতেই যেভাবে আক্রমণের মুখে পড়তে হল, তাতেই স্পষ্ট তৃণমূলের গুন্ডাবাহিনী ভোট পরিচালনা করছে বলে কড়া ভাষায় আক্রমণ করলেন বিজেপি প্রার্থী। তাঁর কথায়, "নিরাপত্তারক্ষীরা না থাকলে বেঁচে ফিরতাম না।" ঘটনার কথা জানার পর এনিয়ে রিপোর্ট চাইল নির্বাচন কমিশন। দ্রুত আরও বাহিনী মোতায়েনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে খবর।

এদিকে গড়বেতার এই ঘটনা নিয়ে তৃণমূলের পালটা অভিযোগ, খড়কুসমার ২১২ নং বুথে ভোটের লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা মহিলা ভোটারকে ধাক্কা দেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা। তার পরই পালটা আক্রমণের মুখে পড়তে হয় তাঁদের। এক্ষেত্রে বাহিনীর ভূমিকা নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য।এলাকা ছেড়ে কার্যত দৌড়ে পালান প্রার্থী প্রণত টুডু। ভোটে অশান্তির খবর করতে গিয়ে আক্রান্ত হল সংবাদমাধয়মও। সোশাল মিডিয়ায় নিজেই ঘটনার কথা বর্ণনা করেন প্রণত টুডুর দাবি, "জওয়ানরা না থাকলে প্রাণে বেঁচে ফিরতে পারতাম না।"

গড়বেতায় গ্রামবাসীদের বিক্ষোভের মুখে বিজেপি প্রার্থী প্রণত টুডু।

চব্বিশের লোকসভা ভোটের ষষ্ঠ দফায় জঙ্গলমহল ঝাড়গ্রামে সকাল থেকে মোটের উপর শান্তিপূর্ণ ভোটই চলছিল। কিন্তু দুপুরের পর থেকেই পরিস্থিতি খানিকটা উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। ঝাড়গ্রাম কেন্দ্রের অন্তর্গত গড়বেতার মোগলাপাতা এলাকায় গিয়েছিলেন বিজেপি প্রার্থী তথা চিকিৎসক প্রণত টুডু। তাঁকে গ্রামবাসীরা কার্যত তাড়া করেন। তিনি কথা বলে পরিস্থিতি শান্ত করতে গেলে অশান্তি আরও বাড়ে। হাতে ইট নিয়ে তেড়ে আসেন গ্রামবাসীরা। প্রার্থীর গাড়ি ভাঙচুর করা হয়। তাঁরা সকলে তৃণমূল কর্মী, সমর্থক বলে দাবি বিজেপির।

ছোট্ট মেয়েটির আবদার আমি ফেলতে পারিনি
আমি ওকে কিউট গার্ল বলি : মমতা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দমদম লোকসভা কেন্দ্রের তিনবারের সাংসদ সৌগত রায়ের সমর্থনে ইতিমধ্যেই একাধিক সভা করেছেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার বিকেলে বাগুইআটিতে সৌগতর সমর্থনে আরও একটি সভা করলেন। তবে এই সভা করার কথা ছিল না মমতার।এরপরই মঞ্চে উপস্থিত রাজারহাট গোপালপুর বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল বিধায়ক অদিতি মুন্সির দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে মমতা বলেন, "এই ছোট্ট মেয়েটির আবদার আমি ফেলতে পারিনি। আমি ওকে কিউট গার্ল বলি। ওর মেসেজ

এরপর ৪ পাতায়

কলকাতা বিমানবন্দরেও
জারি 'রেমাল' সতর্কতা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বাংলার উপকূল অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় রেমালের তাণ্ডব সময়ের অপেক্ষামাত্র। ইতিমধ্যেই মধ্য বঙ্গোসাগরে নিম্নচাপ ক্রমশ ঘনীভূত হচ্ছে। রবিবার মাঝরাত নাগাদ বাংলাদেশের খেপুপাড়া ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার সাগরের মাঝে আছড়ে পড়বে রেমাল। দুর্যোগ রুখতে প্রস্তুত সমস্ত জেলা প্রশাসন। শনিবার রাত থেকেই উপকূল এলাকায় হালকা ঝড়বৃষ্টি শুরু হয়েছে।এদিকে কলকাতা বিমানবন্দরেও জারি 'রেমাল' সতর্কতা। রবিবার রাত ১২টা থেকে সোমবার সকাল ৯টা এই ৯ ঘণ্টা উড়ান বাতিল। এই সময়ের মধ্যে দমদম আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে কোনও বিমান ওঠানামা করবে না বলে জানানো হয়েছে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের তরফে। সবমিলিয়ে 'রেমালে'র বিপদ রুখতে সর্বস্তরে প্রস্তুতি তুঙ্গে।বড় বিপদ এড়াতে সতর্ক রেল। শনিবার রাত থেকে হাওড়া ও শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখায় বেশ কিছু লোকাল ট্রেন বাতিল (Train cancelled) করার কথা ঘোষণা করল পূর্ব রেল। যাত্রীদের অসুবিধার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনাও করেছেন রেলকর্তারা।

২৫ এবং ২৬ তারিখ হাওড়া শাখায় বেশ কয়েকটি ট্রেন বাতিল। রেলের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, শনিবার ৫ জোড়া হাওড়া-ব্যান্ডেল লোকাল। পরেরদিন, রবিবার হাওড়া-

এরপর ৪ পাতায়

১-ম পাতার পর

যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রে তীরে ধারে এসে, কি তরি ডুববে এ প্রশ্ন ঘুরে বেড়াচ্ছে জনগণের মুখে ?

বিজেপি জয়লাভ করুক, এটা কিছু প্রাক্তন সিপিএম চাইছে না। এরা বড় বড় পদে বসে আছে, মিছিল এবং সভার পেছনে এরাই বিরাট অংকের বাজেট তৈরী করে নিজেদের পকেট ভারী করছে বলে whatsapp এ কর্মীরা সোচ্চার হচ্ছেন। অথচ বুথে-বুথে সংগঠন চালানোর জন্য সর্বত্র টাকা দেওয়া হচ্ছে না, যেখানে টাকা দেওয়া হচ্ছে সেখানে আবার কোন কাজ নজরে পরছে না। মোদীজীর উন্নয়ন, টিএমসি দলের দূর্ণীতি, সিপিএম এর রাষ্ট্রদ্রোহীতা সত্বেও যাদবপুরে বিজেপি তাল-মাতাল। বিজেপির সাধারন কর্মীরা কাজ করার জন্য সামান্য টাকা পাচ্ছে না, সেখানে সাধারন পদাধিকারীদের বৈভব নজর কারে। আগামী সাতদিন পুরাতন যোগ্যতা সম্পন্ন এবং নির্বাচনী কাজে অভিজ্ঞদের ময়দানে নামালে বিজেপির বিজয় কেতন যাদবপুরে উড়বে বলে একজন বিজেপি নেতার অভিমত।

১-ম পাতার পর

বাংলাদেশের সাংসদ আনোয়ারুল আজিম আগে থেকেই খুনের টার্গেটে ছিল

মোটা অঙ্কের টাকা পেতেন এমপি আজীম। ওই টাকা দীর্ঘদিন ধরে পরিশোধ করছিলেন না তিনি। ওই টাকা গায়েব করে দিতে হত্যার পরিকল্পনা হতে পারে। শোনা যাচ্ছে, প্রায় ২০০ কোটি টাকার সোনা নিয়েই শুরু দ্বন্দ্ব। স্বর্ণ কারবারের চালান নিয়ে বিরোধের জেরে এ নৃশংস হত্যাকাণ্ড।ফলে তৃতীয়বারের জন্য খুনের পরিকল্পনা করে খুনিরা। এবার একেবারে দেশের বাইরে।

তদন্তে উঠে আসছে, পেশায় কসাই জুবের ওরফে জিহাদকে মাত্র ৫০০০ টাকা দিয়ে মারাত্মক কাজ করিয়ে দেওয়া হয়। সে-ই আনোয়ারুলের চামড়া ছাড়িয়ে দেহ ৮০ টুকরো করে ফেলে। এরপর মাংস হাড় থেকে ছাড়িয়ে আলাদা করা হয়। পরে প্লাস্টিকের ব্যগে পুরে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফেলে দেওয়া হয়। জিজ্ঞাসাবাদে জিহাদ স্বীকার করেছে, আনোয়ারুলকে খুন করার পর বনগাঁ সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশ পালানোর ছক কষেছিল তারা। মুম্বই থেকে কসাই জিহাদকে কলকাতায় আনে মাস্টারমাইন্ড আখতারুজ্জামান। দুই মাস আগে কলকাতায় নিয়ে আসে সে। আখতারুজ্জামান পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ডের মূল পরিকল্পনাকারী। কলকাতা সিআইডি সূত্র জানায়, সন্দেহভাজন, পেশাদার কসাই জিহাদ হাওলাদার বাংলাদেশের খুলনা জেলার বারাকপুরের বাসিন্দা এবং অবৈধভাবে মুম্বইয়ে ছিল।হারুন অর রশীদ বলেন, মূল পরিকল্পনা ছিল সংসদ সদস্যকে হত্যা করা। তবে এর আগে খুনিরা চেয়েছিল কলকাতার সেই ফ্ল্যাটে নিয়ে তাঁকে দুই দিন রেখে ব্ল্যাকমেল করে কিছু টাকা আদায় করতে। কিন্তু অতিরিক্ত চেতনানাশক প্রয়োগের কারণে চেতনা না-ফেরায় আগেই সংসদ সদস্যকে খুন করা হয়। এরপর খুনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা সংসদ সদস্যের মুঠোফোন নিয়ে বিভিন্ন স্থানে গিয়ে সবাইকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে।

১-ম পাতার পর

রবিবার এবং সোমবার ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাব পড়বে সব থেকে বেশি

রবিবার এবং সোমবার ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাব পড়বে সবথেকে বেশি থাকবে। অতিভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে দক্ষিণবঙ্গের উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনায়। ইতিমধ্যেই এই দুই জেলায় জারি হয়েছে লাল সতর্কতাও। আজ উত্তরের উপরের জেলাগুলি ছাড়া বাকি অংশে আবহাওয়া মোটামুটি শুকনো থাকবে। রবিবার থেকে বুধবারের মধ্যে উত্তরবঙ্গের সবকটি জেলাতেই হাল্কা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। সঙ্গে বইতে পারে ঝোড়ো হাওয়া। উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, কালিমপং, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়িতে ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। ২৪ তারিখ এই জেলাগুলিতে কমলা সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দপ্তর।

২ পাতার পর

সকাল থেকে কার্যত অয়াকশন মোডে দেখা যায় অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়কে

পুলিশি সন্ত্রাসের জেরে বিজেপির কর্মী ও সমর্থকেরা বাড়ি থেকে পালিয়ে মাঠে-ঘাটে লুকিয়ে ছিলেন। যেখানে জানানোর সেখানে অভিযোগ জানিয়েছি।"

এরপর তিনি সোজা চলে যান হলদিয়ায়। ২০৮ নম্বর বুথে গিয়ে তিনি বলেন, "এজেন্ট বসতে দিচ্ছে না। তাই আমাকে আসতে হয়েছে।" বিজেপির মহিলা এজেন্টকে বসতে দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। তিনি গিয়ে প্রিসাইডিং অফিসারের সঙ্গে কথা বলেন। এরপর বসতে দেওয়া হয় তাঁকে। কী করছিল কেন্দ্রীয় বাহিনী এই প্রশ্ন শুনে অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, "কেন্দ্রীয় বাহিনী বাঁশি বাজাচ্ছিল, শ্যামের বাঁশি।"

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কি সুদীপের হয়ে প্রচারে যাবেনই না, বড় কৌতূহল তৃণমূলেই

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কি উত্তর কলকাতায় সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের হয়ে প্রচারে যাবেন? ষষ্ঠ দফার ভোটের জন্য বৃহস্পতিবার প্রচার শেষ হতেই এই প্রশ্ন বড় হয়ে উঠেছে তৃণমূলের মধ্যেই। তার আরও বড় কারণ হল, দক্ষিণ কলকাতা আসনের জন্যও অভিষেক এখনও প্রচারের সময় জানাননি। দক্ষিণ কলকাতার নেতারা ধরেই নিয়েছেন, দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সেখানে প্রচার করবেন না। তবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দক্ষিণ কলকাতার জন্য দুদিন সময় দিয়েছেন। বেহালা চৌরাস্তায়

এরপর ৪ পাতায়

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৩ বর্ষ ১৪২ সংখ্যা ২৬ মে, ২০২৪ রবিবার ১২ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১

আত্মরক্ষার তাগিদে শুরু হয়েছে প্রকৃতিপূজা বা ধর্মীয় আচরণ

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(প্রথম পর্ব)

মানুষের বাঁচার ইচ্ছা প্রবল, আধ্যাত্মিক বিষয়ে যারা দিনের পর দিন উপলব্ধি করেছে ঈশ্বর তাদের পাশে আছে। বিভিন্নভাবে বিভিন্ন রূপে প্রমাণিত। জীবনে চলার পথে প্রচুর মানুষ তা উপলব্ধি করতে পারে। তাই লেখাটি শুরু করার আগেই আমার একান্ত মতামত তুলে ধরতে চাই। আমার সাংবাদিকতা জীবনে, আমার উপরে অত্যাচার অবিচার অন্যায় কিনা হয়নি, মিথ্যা মামলা দিয়ে জেলে ভরে দিয়েছিল এক শ্রেণীর রাজনৈতিক নেতারা। আজও অত্যাচার অব্যাহত। এই কথাটি বলা বা লেখার একান্ত ইচ্ছা না থাকলেও মানবজীবনের অনুভূতির পিছনে লুকিয়ে থাকে, সভ্যতা ও ধর্মের ইতিহাস।২০০৮ সালে সত্য সংবাদ প্রকাশ করার ফলে ,পরিনাম হয়েছিল আমার জীবনে ভয়ংকর। শাসক দলের নেতারা আমাকে ঘরছাড়া করে দিয়েছিল। ক্যানিং এর এক শুভাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিত্ব, আমার বন্ধু, তিনি ধর্ম চর্চা করতেন দিপেন্দু।এই রকম ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির মাঝে আমার শুভাকাঙ্ক্ষী হয়ে উঠেছিলেন। দিব্যেন্দুর হাত ধরে আমি শিয়ালদায় একটি জায়গায় মাথা গোঁজার ঠাঁই পেয়েছিলাম। হিন্দু ধর্মের নেতা তপন কুমার ঘোষের বাড়িতে। সেসময় কিছু ধর্ম চর্চা শুরু হয়েছিল আমার জীবনে এই সব হিন্দু নেতাদের সন্ধিক্ষণে এসে। আসলে আমি ধর্ম টা যেভাবে উপলব্ধি করেছি সেটি একটা মনের বিশ্বাস, আর একটা জাতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রথিক। আজকে আমরা ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করি বা সাম্প্রদায়িকতা করি ,এগুলো কিছু মানুষ উস্কানিমূলক ভাষণ বা বক্তব্য দিয়ে সমাজে ধর্মকে বিভক্ত করছে।ধর্মের মধ্যে মানুষকে ধার্মিক ভাবে, সত্যের পথে অবলম্বন করার একটাই রাস্তা, এটাই আমি উপলব্ধি করতে পেরেছি। একশ্রেণীর মানুষ নিজের সুবিধা চিরাচরিত তা করার জন্য ,তারা ধর্মকে সামনে রেখে, তাদের নিজস্ব মতামত প্রয়োগ করে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধানোর চেষ্টা করছে। মানুষের সুবিধার্থে জন্য ধর্মের উৎপত্তি হয়েছিল, সবার আগে মানুষ তারপরে ধর্ম। মানুষকে বাদ দিয়ে কোনভাবে ধর্ম হতে পারে না।ধর্মের নাম করে আজকে যে সাম্প্রদায়িকতা তৈরি করছে বা রাজনীতি করছে, এটা কোন ধর্মের মানুষের করা উচিত নয়।সব ধর্মকে সম্মান মান্যতা দিয়ে, সাম্প্রদায়িকতা ভুলে মানুষ মানুষের জন্য এটাই ভেবে পথ চলা উচিত। ধর্মের ইতিহাস আমাদের হয়তো অনেকের জানা নেই, তবে আজ আমার ধর্ম বা জাতি নিয়ে লেখার বিষয়বস্তু।

পৃথিবীতে ধর্মের কি ভাবে শুরু কিংবা উৎপত্তি হয়েছিল তার ব্যাখ্যা ও ইতিহাস বিস্তর। এনিয়ে শত শত পুস্তক লেখা যাবে। কিন্তু মূল সত্যকে জানতে হলে থাকতে হবে গভীর ও তীক্ষ্ণ অনুমান। থাকতে হবে কল্পনার প্রখর শক্তি। জগদ্বিখ্যাত বিজ্ঞানী আইনস্টাইন বলেছিলেন{ ইমাজিনেশন ইজ মোওর ইমপোরটেন্ট দ্যান নলেইজ } কারণ আজ থেকে হাজার হাজার বৎসর আগে মানুষ যে 'প্রাকৃতিক পরিবেশে' বসবাস করতো, সেই পরিবেশটাকে বুঝতে হবে কল্পনা ও অনুমানের কঠিন সত্য দিয়ে। তখন না ছিল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, না ছিল নির্দিষ্ট কোনো ভাষা, না ছিল উত্তম বাসগৃহ, না ছিল চলাফেরা করার মত উত্তম রাস্তা-ঘাট। যা ছিল তা হলো গোষ্ঠীবদ্ধ ভাবে বসবাসের প্রয়োজনীয়তা, ছিল নিরাপত্তার চরম অভাব, আর ছিল খাদ্য অন্বেষণের জন্য শিকার ও চাষবাসের নানাবিধ প্রচেষ্টা। আধুনিক যুগের মানুষ পৃথিবীর ইতিহাস ও জাগতিক বহুমুখী শিক্ষা থেকে নিঃসন্দেহে বুঝতে পারে "মানুষ জাতির অগ্রগতি ও সভ্যতার ক্রমবিকাশ" ঘটেছে শতাব্দি ও সহস্রাব্দির ধাপে ধাপে। তৎসঙ্গে মানুষের ভাষা ও বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ ঘটেছে দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর শতাব্দির চাকায়।তবে মানুষ আদিম কাল থেকে নানাবিধ প্রাকৃতিক দুর্যোগের মুখোমুখি হতো। যেমন: ঝড় তুফান, খরা, বন্যা, ভূমিকম্প, বজ্রপাত, শিলাবৃষ্টি, ফসলের উপর পঙ্গপালের আক্রমণ এবং নানাবিধ ভয়ানক রোগ ব্যাধি। এসব ছিল মানুষের জন্য অত্যাধিক আতঙ্ক ও জীবন হুমকির ব্যাপার। মানুষ ঐ সমস্ত দুর্যোগ থেকে আত্মরক্ষার জন্য নানাবিধ প্রাকৃতিক শক্তির কাছে প্রকাশ্যে বিনয়ের সাথে আত্মসমর্পন করে কান্নাকাটি করতো এবং খুশি করার জন্য পূজো ও দিতো। প্রধান প্রধান শক্তিগুলো হলো: বিক্ষুব্ধ বাতাস, সাগর,তারপর পাহাড়, চন্দ্র, সূর্য, অন্ধকারের ভূত প্রেত, ভয়ঙ্কর বন্যজন্তু , আগুন ও জল। একারণে সুদুর অতীক কাল থেকে কোনো কোনো সম্প্রদায় কিংবা কোনো কোনো এলাকায় কল্পিত জলের দেবীকে খুশি করার জন্য গঙ্গাদেবী কে পূজো দেয়ার ব্যবস্থা করে, বাস্ত দেবীকে পূজা দিয়ে গঙ্গাকে মান্ডাজ ভাসিয়ে দেয়। তাই সাগর, হ্রদ, দীঘি ও নদীর জলের মধ্যে সুগন্ধিযুক্ত ফুল ছড়ানো, মিষ্টি ফল বিতরণ করা ছাড়াও উপঢৌকন হিসেবে নানাবিধ অলঙ্কার ও কাপড় চোপড় ইত্যাদি দেয়া হতো। যা আজো পৃথিবীর ভিবিন্ন আদি সমাজ ও বিজ্ঞান শিক্ষায় বঞ্চিত দেশগুলোর আনাচে কানাচে হচ্ছে। এসব ব্যবস্থাপনা শুরু হয় পরিবার ও গোষ্ঠীর ক'জন মিলে, নানাবিধ পরামর্শের পর। এভাবে

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

৩ পাতার পর

ছোট্ট মেয়েটির আবদার আমি ফেলতে পারিনি। আমি ওকে কিউট গার্ল বলি : মমতা

দেখার পর সঙ্গে সঙ্গে সুজিতকে (সুজিত বসু) ফোন করে বললাম- দেবরাজকে বলো, একদিনের নোটিসে যা পারবে আয়োজন করতে। এত অল্প সময়, তবু দেখুন কী সুন্দর করে আল্পনা দিয়ে মঞ্চ সাজিয়েছে।"

গায়িকা অদিতির স্বামী দেবরাজ বিধাননগরের তৃণমূল কাউন্সিলর। একুশের ভোটে অদিতিকে রাজারহাট-গোপালপুর থেকে প্রার্থী করেছিলেন মমতা। সেই প্রসঙ্গ টেনে মমতা বলেন, "খুব সুন্দর মিষ্টি মেয়ে। কত ভাল গান করে। আবার বিধায়ক হিসেবেও খুব অ্যাক্টিভ। অনেকের থেকে ভাল কাজ করে। সবসময় এলাকার মানুষের সঙ্গে থাকে। এমন জনপ্রতিনিধির আবদার ফেলি কী করে?"

গত প্রায় দু'মাস ধরে মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিটি নির্বাচনী সভা শেষ হয়েছে ইন্দ্রনীল সেনের গান দিয়ে। এদিন তাৎপর্যপূর্ণভাবে সেখানে মুখ্যমন্ত্রীর অনুরোধে সভার শুরুতেই পর পর দুটি গান গাইতে দেখা গিয়েছে অদিতিকে। এমনকী মমতার বক্তৃতা শেষেও অদিতি-ইন্দ্রনীল যৌথভাবে গান গেয়েছেন।বাগুইআটির মঞ্চে দাঁড়িয়ে নিজেই একথা জানালেন তৃণমূল নেত্রী। এও জানালেন, কার 'আবদারে' মাত্র ১ দিনের নোটিসে তিনি এই সভা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

মমতা বলেন, "দু'মাস ধরে রাস্তায় রয়েছি। বক্তৃতা করছি, মিছিল করছি, গলায় আর কিছু নেই। এরই মাঝে অদিতি (অদিতি মুন্সি) মেসেজ করল, 'তুমি এত খাটছ, ভয় লাগছে বলতে! আমাদের বাগুইআটির লোকজন তোমার জন্য অপেক্ষা করে রয়েছেন'।"

সম্পাদকীয়

১৪৪ ধারা জারির 'রুটিন' নির্দেশিকা নিয়ে এ বার সরব রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস

পুলিশের ১৪৪ ধারা জারির 'রুটিন' নির্দেশিকা নিয়ে এ বার সরব রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। বিবৃতিতে রাজ্যপাল জানিয়েছেন, প্রাথমিক ভাবে দেখে মনে হচ্ছে, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এই নির্দেশ নিয়ে মাথা ঘামাননি।

কলকাতার পুলিশ কমিশনারের তরফে জারি করা ওই নোটিসে বলা হয়েছে, আগামী ২৮ মে থেকে ২৬ জুলাই বৌবাজার, হেয়ার স্ট্রিট থানা এবং ট্র্যাফিক গার্ড (সদর)-এর আওতায় থাকা ধর্মতলার কেসি দাশ ক্রসিং থেকে ভিক্টোরিয়া হাউসের দিকে যাওয়ার রাস্তায় ১৪৪ ধারা জারি থাকবে। তবে ১৪৪ ধারার আওতা থেকে বাদ থাকবে বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট। ওই নোটিস অনুযায়ী, নির্ভরযোগ্য সূত্রে পুলিশ জানতে পেরেছে, শহরের ওই অংশে 'হিংসাত্মক কর্মসূচি' হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আর সেই কারণেই ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে ওই এলাকায়। মধ্য কলকাতার একাংশে ৬০ দিনের জন্য ১৪৪ ধারার একটি নির্দেশিকার পুনর্নবীকরণ করা হয়েছে গত ২২ মে।তা নিয়ে পরে পুলিশ জানায়, কলকাতার ওই অংশে ১৪৪ ধারা জারিই থাকে। প্রতি দু'মাস অন্তর তার পুনর্নবীকরণ হয়। এর আগে চলতি বছরের ২৯ জানুয়ারি এবং তারও আগে গত বছরের ৩০ নভেম্বর, দু'মাসের জন্য কলকাতার ওই অংশে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছিল। জারি করা হয়েছিল তার আগেও। অর্থাৎ, কলকাতার ওই নির্দিষ্ট অংশে ১৪৪ ধারা জারি করা 'রুটিন' বলেই জানিয়েছে পুলিশ। এ বার সেই নির্দেশিকা নিয়ে সরব হলেন রাজ্যপাল। রাজভবনের তরফে জারি করা বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ১৪৪ ধারা জারির সিদ্ধান্ত নিঃসন্দেহে জনগণের স্বাধীনতাকে খর্ব করে। তাই, এই ধরনের নির্দেশ বা সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের ইচ্ছা মতো জারি করা যায় না। সেই বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে যে, প্রাথমিক ভাবে মনে হচ্ছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বর্তমান নির্দেশিকাটি জারি করার আগে ঠিক মতো মাথা ঘামাননি। কোনও ধরনের বিবেচনা বোধ রহিত হয়ে 'রুটিন' নির্দেশিকাটি জারি করা হয়েছে।

৩ পাতার পর

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কি সুদীপের হয়ে প্রচারে যাবেনই না, বড় কৌতূহল তৃণমূলেই

তাঁর একটি সভা হবে। সেই সঙ্গে যাদবপুর থেকে হাজরা মোড় পর্যন্ত তিনি একদিন পদযাত্রা করবেন। ভোটে বিজেপির হয়ে প্রচার করছেন! রাজ্যপালের বিরুদ্ধে অভিযোগ তৃণমূলের, কমিশনে নালিশ উত্তর কলকাতায় ভোট শেষ দফায়। অর্থাৎ ১ জুন। ওই দফায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কেন্দ্র ডায়মন্ড হারবার লোকসভাতেও নির্বাচন রয়েছে। তার আগে অভিষেক বৃহস্পতিবার থেকেই শেষ দফার প্রচারে নেমে পড়েছেন। এদিন অভিষেক যাদবপুর লোকসভার ভাঙড়ে ও তাঁর নিজের কেন্দ্র ডায়মন্ড হারবার লোকসভার সাতগাছিয়ায় প্রচার করেছেন। যাদবপুরে তৃণমূলের প্রার্থী হয়েছেন দলের যুব নেত্রী সায়নী ঘোষ। তাঁকে এই আসনে প্রার্থী হিসাবে বেছে নিয়েছেন অভিষেকই। কিন্তু গোটা তৃণমূল জানে, অভিষেক কোনওভাবেই চাননি সত্তরোর্ধ্ব দুই নেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সৌগত রায়কে এবার প্রার্থী করা হোক। কারণ, অভিষেক খোলাখুলিই বলেছেন, সত্তর বছরের একজন প্রবীণের তুলনায় এক জন ৪৫-৫০ বছরের নবীনের দৌড়ঝাঁপ করার ক্ষমতা বেশি থাকে। আরও প্রোডাক্টিভ হয়। তার জবাবে সৌগত রায় আবার বলেছিলেন, আমরা কারখানার শ্রমিক নয় যে এভাবে উৎপাদনশীলতা মাপা যাবে। সূত্রের খবর, শেষমেশ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আগ্রহেই প্রার্থী করা হয়েছে সুদীপ-সৌগতকে। তৃণমূলের একটি সূত্রের মতে, অভিষেক বরাবরই একরোখা। সুদীপ-সৌগত যখন তাঁর পছন্দ নয়, তখন তাঁদের হয়ে কোনও প্রচার নাও করতে পারেন তিনি। বা করলেও একেবারে নাম কে ওয়াস্তে করতে পারেন। তবে না করার সম্ভাবনাই প্রবল। অভিষেক ঘনিষ্ঠ এক নেতার কথায়, এ ক্ষেত্রে দাদার যুক্তিও রয়েছে। শেষ দফার ভোটে ডায়মন্ড হারবারেও নির্বাচন হবে। গত দু'মাস ধরে এক টানা রাজ্য জুড়ে প্রচার করে গিয়েছেন তিনি। ভোটের আগে অন্তত তিন-চার দিন নিজের কেন্দ্রে প্রচারে তো যাবেন। অভিষেক তাঁর নির্বাচন কেন্দ্র ডায়মন্ড হারবারে যান না, এমন বদনাম তাঁর নেই। বরং নিজের নির্বাচন কেন্দ্রের ব্যাপারে তিনি যে কতটা যত্নশীল তা সারা বছর ধরে দেখা যায়। বস্তুত সেই কারণেই 'ডায়মন্ড হারবার মডেল' কথাটির প্রচলন শুরু হয়েছে। কিন্তু তা বলে ভোটের আগে তিনি নিজের নির্বাচন কেন্দ্রে প্রচার করবেন না তাও হয় না।

ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের আয়তন হাজার বর্গ কিলোমিটারেরও বেশি। সব কটি বিধানসভা ছুঁতেও তিন চার দিন লাগবে। এবং হতে পারে সম্ভবত সেই কারণেই উত্তর কলকাতা ও দমদমে প্রচারে যাবেন না তিনি। তাতে দলের মধ্যে কী বার্তা যাবে সেটা অবশ্য একেবারেই ভিন্ন বিষয়।

মায়ের আশীর্বাদ অসীম সাধারণ মানুষ তার প্রমাণ পায় তারাপীঠে

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

জয়দত্তের তৈরি করা মন্দির একদিন ক্রমেই জীর্ণরূপ ধারণ করল। তখন সেই মন্দিরকে নতুনভাবে নির্মাণ করতে এগিয়ে এলেন বীরভূমের এড়োল গ্রামের রামজীবন রায়চৌধুরী। সেটি হল তারাপীঠের মন্দিরের দ্বিতীয় নির্মাণ। সেটা ছিল আনুমানিক ১৭৪৩ খ্রিস্টাব্দ। রামজীবন ছিলেন তারাপীঠের এলাকা ওই পুরো এলাকার পত্তনিদার। তারাপীঠের মন্দিরের ভগ্নদশা দেখে ভক্ত রামজীবনের মন খারাপ হয়ে যায়। কিন্তু মন্দির সংস্কারের মতো অর্থ তাঁর ছিল না। ক্রমশঃ

৩ পাতার পর

কলকাতা বিমানবন্দরেও জারি 'রেমাল' সতর্কতা

ব্যান্ডেল শাখায় মোট ৯ জোড়া লোকাল ট্রেন বাতিল। সেইসঙ্গে বাতিল একজোড়া হাওড়া-সিঙ্গুর লোকাল।অন্যদিকে, 'রেমাল' আছড়ে পড়ার আগে তার প্রভাবে ঝোড়া হাওয়া, বৃষ্টির আশঙ্কায় শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখা ও হাসনাবাদ, বারাসত শাখায় রবিবার রাত ১১টা থেকে সোমবার সকাল ৬টা পর্যন্ত একাধিক ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। রবিবার শিয়ালদহ থেকে নামখানা, লক্ষ্মীকান্তপুর, ক্যানিং, ডায়মন্ড হারবার, বজবজের একজোড়া করে ট্রেন বাতিল। পরেরদিন, সোমবার নামখানা, লক্ষ্মীকান্তপুর, ক্যানিং, ডায়মন্ড হারবার, বজবজ ছাড়াও সোনারপুর, বারুইপুর শাখায় আপ ও ডাউনে বাতিল মোট ১৬ জোড়া ট্রেন। এছাড়া সময় পরিবর্তন করা হয়েছে সকালের ক্যানিং, নামখানা ও ডায়মন্ড হারবার লোকালের। এছাড়া শিয়ালদহ-হাসনাবাদ ও শিয়ালদহ-বারাসত লাইনে ৩ জোড়া ট্রেন বাতিলের কথা ঘোষণা করেছে পূর্ব রেল । যাত্রীদের প্রতি অনুরোধ, স্টেশনে ট্রেন সংক্রান্ত সমস্ত ঘোষণা শুনতে।

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

সিনেমার খবর

সত্যিই কি মা হতে চলেছেন ক্যাটরিনা?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বলিউড অভিনেত্রী ক্যাটরিনা কাইফ কি গর্ভবতী? বহু দিন ধরেই এমন জল্পনা চলছে। বেশ কিছু দিন হয়ে গেল ক্যাটরিনাকে মুম্বাইয়ের কোনও অনুষ্ঠানে বা ছবিশিকারিদের ক্যামেরায় দেখাও যাচ্ছে না। লন্ডনে গিয়েছেন তিনি। আর তাতেই জল্পনা আরও বেড়েছিল। আর এবার যেন সেই জল্পনা আরও ঘনিয়ে উঠল!

দিন কয়েক আগেই জন্মদিন ছিল অভিনেতা ভিকি কৌশলের। স্ত্রীর সঙ্গে বিশেষ দিন কাটাবেন বলে লন্ডন পাড়ি দিয়েছিলেন ভিকি। লন্ডনের রাস্তায় ক্যাটরিনা ও ভিকির একটি ভিডিও যেন বলে দিচ্ছে, সত্যিই তাদের সংসারে আসতে চলেছে নতুন অতিথি।

দেখা যাচ্ছে, ক্যাটরিনার পরনে লম্বা কালো জ্যাকেট। সেই কালো জ্যাকেটেই যেন ঢাকা তার স্ফীতোদর! ক্যাটরিনাকে ধরে রাস্তায় হাঁটছেন ভিকি। এই ভিডিও দেখে নেটিজেনরাও চমকে গিয়েছেন।

সোমবার ভোটদানের সময় প্রকাশ্যে এসেছে অভিনেত্রী দীপিকা পাড়ুকোনের স্ফীতোদর। যদিও, দীপিকা ও রণবীর সিং নিজেরাই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সন্তানধারণের কথা জানিয়েছেন। ক্যাটরিনার ভিডিও দেখে নেটাগরিকরা বলছেন, 'দীপিকার থেকেও 'বেশি' গর্ভবতী লাগছে ক্যাটরিনাকে দেখে।'

এর আগেও লন্ডনের রাস্তায় ক্যাটরিনাকে একটি কালো জ্যাকেট পরা অবস্থায় দেখা গেছে। সেই ছবি দেখেও নেটাগরিকেরা বলেছিলেন, নিজের স্ফীতোদর আড়াল করেছেন অভিনেত্রী।

তবে এই প্রথম নয়, এর আগেও একাধিকবার ক্যাটরিনার গর্ভবতী হওয়ার জল্পনা তৈরি হয়েছে। যখনই অভিনেত্রী কোনও ঢিলেঢালা পোশাক পরে ক্যামেরার সামনে এসেছেন, তখনই গুঞ্জন উঠেছে যে, তিনি হয়তো মা হতে চলেছেন। সেই সব যদিও গুজবই ছিল। কিন্তু এবার যে ভিডিওটি ছড়িয়ে পড়েছে, সেটি দেখে নেটিজেনরা এক প্রকার নিশ্চিত- সত্যিই ক্যাটরিনা-ভিকির সংসারে আসছে নতুন অতিথি।

অমিতাভ-অনিলের পথে হাঁটলেন জ্যাকি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : অনুমতি ছাড়া বলিউড অভিনেতা জ্যাকি শ্রফের ছবি এবং কণ্ঠস্বর কোনো বিজ্ঞাপন বা ভিডিও কনটেন্টে ব্যবহার করা যাবে না বলে নির্দেশ দিয়েছে দিল্লির হাই কোর্ট।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি লিখেছে, বিচারপতি সঞ্জীব নরুলার একটি বেঞ্চ জ্যাকি শ্রফের দায়ের করা একটি মামলার শুনানি নিয়ে এক অন্তর্বতীকালীন আদেশ দিয়েছেন।

আদেশে বলা হয়েছে, "অভিনেতা জ্যাকি শ্রফের ছবি সংবলিত ওয়ালপেপার, টি-শার্ট এবং পোস্টার ই-কমার্স সাইটগুলোতে বিক্রি করা যাবে না। এআই প্রযুক্তি ব্যবহার করে তার কণ্ঠস্বরও কোনো ভিডিওতে ব্যবহার করা যাবে না।"

এই মামলার শুনানির জন্য আগামী ১৫ অক্টোবর তারিখ দিয়েছে আদালত। কয়েকদিন আগে অনুমতি ছাড়া যাতে কেউ তার কণ্ঠস্বরও ব্যবহার করতে না পারে, সেই জন্য মামলা করেন তিনি। পাশপাশি এখনও পর্যন্ত যেসব ভিডিও তার কণ্ঠ ব্যবহার করে বানানো হয়েছে, সেগুলো সোশাল মিডিয়া থেকে সরিয়ে নিতে আবেদন করেছিলেন এই অভিনেতা।

উল্লেখ্য, এর আগে অমিতাভ বচ্চন ও অনিল কাপুর এভাবে তাদের নাম এবং ছবি যে কোনো ধরনের প্রচারণায় বিনা অনুমতিতে ব্যবহারের বিরুদ্ধে আদালতের নিষেধাজ্ঞা নিয়েছেন। এবার সেই পথেই হাঁটলেন জ্যাকি।

ভোটের দিনে কেন আলাদা বচ্চন পরিবার?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বছরের টক অব দ্য টাউন ছিল অভিষেক বচ্চন ও ঐশ্বরিয়া রায়ের বিচ্ছেদের গুঞ্জন। বচ্চন পরিবারের সঙ্গে কি কোনও সমস্যা চলছে বলিউড অভিনেত্রী ঐশ্বরিয়ার? নানা ঘটনায় বারবার উঠে আসছে এমনই প্রশ্ন। কখনও সামনে উঠে আসতে দেখা যায় ঐশ্বরিয়া-অভিষেক একসঙ্গে থাকছেন না, কখনও আবার শোনা গিয়েছিল বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য আবেদন করেছেন তারা, কখনও আবার সামনে আসে অভিষেকের বিয়ের আংটি খুলে ফেলা আঙুলের ছবি।

একটা সময় খোদ অভিষেক বচ্চনই জানিয়েছিলেন যতক্ষণ আঙুলে আংটি রয়েছে, ততক্ষণ কোনও প্রশ্ন নয়। তবে সেই আংটি সম্প্রতি দেখা যায় না তার আঙুলে। ফলে চর্চা আরও তুঙ্গে।

বর্তমানে ভক্তরা মুখিয়ে রয়েছেন জানার ইচ্ছায় ঠিক কেমন সম্পর্কে রয়েছেন তারা। তারই মধ্যে এবার ভাইরাল হল অন্য ছবি। ভোটের দিন ভাঙা হাত নিয়েই ভোট দিতে এলেন বচ্চন বধূ। তবে একা। সঙ্গে থাকল না কেউ। ২০১৯ সালে পরিবারের সকলে মিলে একসঙ্গে ভোট দিয়েছিলেন। এবার যেন ভাঙনের ছবিই স্পষ্ট। কারণ একা এসে ভোট দিয়ে গেলেন ঐশ্বরিয়া রায় বচ্চন। আর অন্যদিকে আলাদা ভোট দিলে এলেন জয়া বচ্চন ও অমিতাভ বচ্চন।

সেই ছবি সামনে আসতেই নেটপাড়ার একশ্রেণি আবারও অভিষেক বচ্চন ও ঐশ্বরিয়ার সম্পর্ক নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করলেন।

১৫ বছর বয়সে বাড়ি ছেড়েছে ছেলে, কারণ জানালেন অক্ষয়

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সন্তানদের ব্যাপারে সেই ভাবে জনসমক্ষে কথা বলতে দেখা যায় না বলিউড অভিনেতা অক্ষয় কুমারকে। ছেলে আরাভ ও মেয়ে নিতারাকে প্রচার দুনিয়া থেকে দূরেই সরিয়ে রাখেন তিনি। কিন্তু সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে সন্তানদের নিয়ে কথা বললেন অক্ষয়। জানালেন, ছেলে আরাভের নাকি অভিনয় জগতে আসার কোনও পরিকল্পনা নেই। বরং ফ্যাশন দুনিয়ায় নিজের জায়গা তৈরি করতে চান তিনি।

১৫ বছর বয়সে বিদেশে পড়াশোনা করতে যান আরাভ। কিন্তু অক্ষয়ের ইচ্ছে ছিল না, ছেলে এত কম বয়সে ঘর ছাড়ুক। তিনি বলছেন, 'আমার ছেলে আরাভ লন্ডনের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছে। মাত্র ১৫ বছর বয়সে ও বাড়ি ছাড়ে। ও পড়াশোনা করতে খুব ভালবাসে। একা থাকতেও পছন্দ করে। ও নিজেই চেয়েছিল বিদেশে গিয়ে পড়তে। যদিও আমার ইচ্ছে ছিল না। আমি ওকে আটকাতে পারিনি, কারণ, আমি নিজেও ১৪ বছর বয়সে ঘর ছেড়েছিলাম।'

অক্ষয় জানিয়েছেন, আরাভে বাড়ির সমস্ত কাজ নিজে করতে পছন্দ করেন। ও নিজের পোশাক নিজে ধোয়। খুব ভাল রান্না করে। খুব দামি পোশাক পরতে পছন্দ করে না। সেকেন্ড হ্যান্ড পোশাকের দোকান থেকে কেনাকাটা করে। ও জিনিসপত্র নষ্ট করতে পছন্দ করে না।'

চলচ্চিত্র জগতে আরাভের আসার কোনও পরিকল্পনা নেই বলেও জানান অক্ষয়। তার কথায়, 'আমরা কোনও কিছু ওর উপর চাপিয়ে দেইনি। ওর ফ্যাশনে আগ্রহ আছে। ওর অভিনয়ে আসার ইচ্ছে নেই। ও নিজেই আমাকে বলেছে, অভিনয় করতে চেই। আমি বলেছি, জীবনটা তোমার। যেটা ভাল লাগে, সেটাই করো।'

অক্ষয় এ প্রসঙ্গে স্ত্রী টুইঙ্কল খন্নারও প্রশংসা করেছেন। অভিনেতা বলছেন, 'যেভাবে টুইঙ্কল ও আমি আরাভকে বড় করছি, তাতে আমি খুশি। ও খুব সাধারণ ছেলে। উল্টো দিকে, আমার মেয়ে আবার সুন্দর পোশাক পরতে ভালবাসে।'

প্রেম নিয়ে মুখ খুললেন প্রসেনজিৎ-ঋতুপর্ণা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : উত্তম-সুচিত্রার পর টালিউডের সফল জুটি প্রসেনজিৎ-ঋতুপর্ণা। এ দুই তারকার সম্পর্কের সমীকরণ নিয়ে বহুবার উঠেছে নানা প্রশ্ন। মাঝে অনেক বছর একসঙ্গে কাজ করেননি তারা।

শোনা যায়, ভুল বোঝাবুঝি দূরত্ব এনেছিল দুজনের মধ্যে। অনেক ভক্তের মনেই প্রশ্ন জাগে, কোনো দিনও কি প্রেম করেছেন প্রসেনজিৎ-ঋতুপর্ণা? শুধুই সহকর্মী বা বন্ধু ছিলেন, নাকি আরও কিছু ছিল দুজনের মধ্যে?

ভক্তদের মনে থাকা প্রশ্নকে আরও যেন একটু উসকে দিলেন প্রসেনজিৎ। ভারতীয় একটি সংবাদমাধ্যমে বললেন, 'উত্তম-সুচিত্রার প্রেম ছিল কি ছিল না? থাকুক না, কিছু জিনিস অজানা থাকুক, মানুষ ভাবতে থাকুক। যখন আমরা থাকব না, তখনো যাতে এই আলোচনাটা চলে।'

এ বিষয়ে ঋতুপর্ণার কথায়, 'আমি তো বলেছি প্রজন্মের পর প্রজন্ম এটাই হাতড়ে যাবে, ওদের মধ্যে সম্পর্ক কী ছিল!' ঋতুপর্ণার সঙ্গে যোগ করে প্রসেনজিৎ বলেন, 'সব সম্পর্কের বিশ্লেষণ হয় না। কিছু সম্পর্ক বিশ্লেষণের বাইরে। সেই জায়গাটাকে ছেড়ে রাখাই ভালো'।

আগামী ৭ জুন মুক্তি পাবে 'অযোগ্য'। কৌশিক গাঙ্গুলি পরিচালিত সিনেমাটিতে আরও অভিনয় করেছেন শিলাজিৎ মজুমদার, লিলি চক্রবর্তীরা। পর্ণা ওরফে ঋতুপর্ণার প্রাক্তন প্রেমিক চরিত্রে দেখা যাবে প্রসেন ওরফে প্রসেনজিৎ। আর পর্ণার স্বামী রক্তিমের চরিত্রে শিলাজিৎ। তাদের তিনজনের সম্পর্কের ওঠাপড়া, জীবন চলাকে কেন্দ্র করেই এগোবে ছবির গল্প। সুরিন্দর ফিল্মসের প্রযোজনায় তৈরি হয়েছে এই সিনেমা।

১৫ বছর একসঙ্গে কোনো সিনেমা আসেনি প্রসেনজিৎ আর ঋতুপর্ণার। দুজনে ফিরেছিলেন শিবপ্রসাদ আর নন্দিতার 'প্রাক্তন' দিয়ে। ব্লকবাস্টার হয়েছিল সেই সিনেমা। এরপর কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়ের 'দৃষ্টিকোণ' ছবিতে অভিনয় করেন তাঁরা।

টি-২০ বিশ্বকাপে আফগানদের বোলিং পরামর্শক ব্রাভো

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কোচিং স্টাফে নতুন সদস্য যোগ করেছে আফগানিস্তান। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য ওয়েস্ট ইন্ডিজের গ্রেট অলরাউন্ডার ডোয়াইন ব্রাভোকে বোলিং পরামর্শ হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে তারা।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠেয় আসছে বৈশ্বিক আসরে অংশ নিতে এরই মধ্যে সেন্ট কিটস অ্যান্ড নেভিসে পৌঁছে গেছে আফগান দল। সেখানে তাদের ১০ দিনের প্রস্তুতি ক্যাম্প করার কথা রয়েছে। দুটি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়ী ব্রাভো সেখানেই দলটির সঙ্গে যোগ দেবেন।

২০১২ ও ২০১৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়ী ক্যারিবিয়ান দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন ব্রাভো। ২০২১ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় বলে দেন তিনি। তবে এই সংস্করণের বিভিন্ন লিগ এখনও মাতিয়ে বেড়াচ্ছেন এই অলরাউন্ডার। চলতি বছরের শুরুতে আইএলটি-টোয়েন্টিতে শিরোপা জয়ী এমআই এমিরেটসের হয়ে খেলেন ৪০ বছর বয়সী এই ক্রিকেটার।

স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে ৬২৫ উইকেট রয়েছে ব্রাভোর নামের পাশে। এই সংস্করণে এখন পর্যন্ত ৬০০ উইকেটও নিতে পারেননি আর কেউ। তার ৫৭৩ ম্যাচের চেয়ে বেশি টি-টোয়েন্টি খেলেছেন কেবল একজন, তারই স্বদেশি কাইরন পোলার্ড, ৬৬০টি। শুধু খেলোয়াড় হিসেবে নয়, ব্রাভোর অভিজ্ঞতা রয়েছে কোচিংয়েও। ২০২২ ডিসেম্বরে আইপিএল থেকে অবসর নেওয়া এই তারকা এখন টুর্নামেন্টটির পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন চেন্নাই সুপার কিংসের বোলিং কোচ।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে গ্রুপ পর্বের সবগুলো ম্যাচই ওয়েস্ট ইন্ডিজে খেলবে আফগানিস্তান। সব মিলিয়ে, বৈশ্বিক আসরে ব্রাভোর অভিজ্ঞতা দারুণ কাজে লাগার কথা আফগানদের। বিশ্বকাপের মূল আসর শুরুর আগে ওমান ও স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে দুটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে আফগানিস্তান। ২৯ ও ৩১ মে অনুষ্ঠেয় দুটি ম্যাচই হবে ত্রিনিদাদে।

বৈশ্বিক আসরে দলটির মূল অভিযান শুরু হবে ৪ জুন, উগান্ডার বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে। ৮ জুন তারা খেলবে নিউ জিল্যান্ডের বিপক্ষে। দুটি ম্যাচই হবে গায়ানায়। 'সি' গ্রুপে দলটির শেষ দুটি ম্যাচ পাপুয়া নিউগিনি ও স্বাগতিক ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে, যথাক্রমে ১৪ ও ১৮ মে। প্রথমটি ত্রিনিদাদ ও পরেরটি সেন্ট লুসিয়ায়।

বিশ্বকাপে দেখা যাবে ওয়েস্ট ইন্ডিজের আরেক তারকা অলরাউন্ডার পোলার্ডকেও। আসছে আসরের জন্য তাকে সহকারী কোচ হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে ইংল্যান্ড। আগামী ৪ জুন স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে ইংলিশদের শিরোপা ধরে রাখার অভিযান।

মৌসুম শেষে অবসরে ক্রুস

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : অবসর ভেঙে জাতীয় দলে ফিরেছেন টনি ক্রুস। আসন্ন ইউরো শেষে আবারও আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে বিদায় নেবেন তিনি। এছাড়া চলতি মৌসুমই তার পেশাদার ক্লাব ফুটবলের শেষ বলে জানিয়ে দিয়েছেন জার্মানির রিয়াল মাদ্রিদ কিংবদন্তি। রিয়াল মাদ্রিদের সঙ্গে চলতি মৌসুমে তার চুক্তি শেষ হচ্ছে। ওই চুক্তি নবায়ন না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে দুই পক্ষ। টনি ক্রুস আগেই জানিয়ে রেখেছিলেন, রিয়াল মাদ্রিদের পর নতুন করে কোন ক্লাবের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হবেন না তিনি। এটাই তাই পেশাদার ফুটবলে তার শেষ মৌসুম। রিয়াল মাদ্রিদের পক্ষ থেকে অবশ্য আরও এক মৌসুম চুক্তি নবায়নের প্রস্তাব ছিল। তবে লুকা মডরিচের মতো আগামী মৌসুমে তাকেও বেঞ্চে বসার সম্ভাবনা ছিল। টনি তা চান না বলেই চুক্তি নবায়ন না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। অবসরের ঘোষণায় টনি ক্রুস বলেন, '২০১৪ সালে রিয়ালের সঙ্গে চুক্তির পরে শুধু ফুটবলার হিসেবে নয়, মানুষ হিসেবে আমার জীবন বদলে গেছে। ১০ বছর পরে ওই যাত্রার সমাপ্তি ঘটছে। যার অর্থ এই গ্রীষ্ম ও ইউরো শেষে আমার ক্যারিয়ার শেষ হচ্ছে। আমি এই সময় কখনও ভুলবো না। আমি গর্বিত এবং আনন্দিত।'

ক্রুস আরও বলেন, আমি অন্য ক্লাবে যেতে চাইনি। এখান থেকেই শেষ করতে চেয়েছি। চাইলে আরও কিছুদিন খেলতে পারতাম। তবে বেঞ্চে বসতে চাইনি। আমি ফুটবল উপভোগ করতে চেয়েছি। আমি মনে করি, অবসরের এটা সেরা সময় এবং এটিই আমার ক্যারিয়ারের সেরা মৌসুম।'

সহজ জয়ে লা লিগায়
রানার্সআপ বার্সা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : শুরুতেই বার্সেলোনাকে এগিয়ে নিলেন রবের্ত লেভানদোভস্কি। বিরতির পর তিন মিনিটের মধ্যে জোড়া গোলের সুবাস ছড়ালেন পেদ্রি। রায়ো ভাইয়েকানোকে উড়িয়ে লিগ টেবিলে দুইয়ে থাকা নিশ্চিত করে ফেলল শাভি এর্নান্দেসের দল।

অলিম্পিক স্টেডিয়ামে ১৯ মে লা লিগার ম্যাচটি ৩-০ গোলে জিতেছে গতবারের চ্যাম্পিয়নরা। লিগে শীর্ষ দুইয়ে থেকে আগামী মৌসুমে স্প্যানিশ সুপার কাপে খেলাও নিশ্চিত হয়ে গেল কাতালান দলটির।

৩৭ ম্যাচে ২৫ জয় ও ৭ ড্রয়ে বার্সেলোনার ৮২ পয়েন্ট। আরেক ম্যাচে ভালেন্সিয়াকে ৩-১ গোলে হারানো জিরোনা ৭৮ পয়েন্ট নিয়ে তিনে আছে। শেষ রাউন্ডে বার্সেলোনাকে আর টপকে যেতে পারবে না তারা। আগেই শিরোপা জেতা রিয়াল মাদ্রিদের ৯৪ পয়েন্ট, রবিবার ভিয়ারিয়ালের সঙ্গে নাটকীয় লড়াইয়ে ৪-৪ ড্র করে কার্লো আনচেলত্তির দল।

ঘরের মাঠে তৃতীয় মিনিটে এগিয়ে যায় বার্সেলোনা। দলটির হয়ে সর্বকনিষ্ঠ খেলোয়াড় হিসেবে ৫০তম ম্যাচ খেলতে নামা লামিনে ইয়ামাল বক্সের বাইরে জায়গা বানিয়ে ক্রস বাড়ান ভেতরে। ছয় গজ বক্সের বাইরে বুক দিয়ে বল নামিয়ে ভলিতে জালে পাঠান লেভানদোভস্কি। চলতি মৌসুমে লা লিগায় পোলিশ তারকার গোল হলো ১৮টি, বার্সেলোনার হয়ে যা সর্বোচ্চ।

প্রথম ১৬ মিনিটে ভাইয়েকানোর দুটি প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে ব্যবধান ধরে রাখেন বার্সেলোনা গোলরক্ষক মার্ক-আন্দ্রে টের স্টেগেন। ৩২তম মিনিটে কাছ থেকে রাফিনিয়ার শট ফেরান সফরকারী গোলরক্ষক। বিরতির আগে ভাগ্যের ফেরে দ্বিতীয় গোল পায়নি বার্সেলোনা। দুরূহ কোণ থেকে সের্হি রবের্তোর হেড পোস্টে বাধা পায়।

৫৭তম মিনিটে আরেকটি দারুণ সেভ করে জাল অক্ষত রাখেন টের স্টেগেন। ওয়ান-অন-ওয়ানে আলভারো গার্সিয়ার শট ঝাঁপিয়ে ঠেকান জার্মান গোলরক্ষক। ৬৩তম মিনিটে ফের্মিন লোপেসের বদলি নামেন পেদ্রি। ৭২ থেকে ৭৫, তিন মিনিটের মধ্যে তার দুই গোলে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ পেয়ে যায় বার্সেলোনা।

প্রথমে বক্সে দারুণভাবে প্রতিপক্ষের দুই জনকে কাটিয়ে জোয়াও ফেলিক্সের নেওয়া শট ঠেকান গোলরক্ষক, ফিরতি বল বাম পায়ের শটে জালে পাঠান পেদ্রি। আর রোনালদ আরাউহোর গ্রু বল ধরে বক্সে ঢুকে নিজের দ্বিতীয় গোলটি করেন এই স্প্যানিশ মিডফিল্ডার।

বাকি সময়ে আর উল্লেখযোগ্য সুযোগ তৈরি করতে পারেনি স্বাগতিকরা, ফলে ব্যবধানও আর বাড়েনি। ৩৭ ম্যাচে ৩৮ পয়েন্ট নিয়ে ১৬তম স্থানে আছে ভাইয়েকানো। স্পেনের শীর্ষ লিগ থেকে এরই মধ্যে অবনমন হয়েছে কাদিস, গ্রানাদা ও আলমেরিয়ার।

লিভারপুলকে কাঁদিয়ে গেলেন ক্লপ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : টানেল দিয়ে ইয়ুর্গেন ক্লপ মাঠে প্রবেশ করতেই দাঁড়িয়ে সম্মান জানাল অ্যানফিল্ডের গ্যালারি। জার্মান এ কোচও বুকে হাত দিয়ে পরিচিত ভঙ্গিতে বিনীতভাবে গ্রহণ করেন সে সম্মান। লিভারপুলের খেলোয়াড়রা তাঁকে বিদায়ী উপহার দেন উলভসকে ২-০ গোলে পরাজিত করে। অ্যালেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টার ও জারেল কোয়েনশার গোলে জেতা এ ম্যাচে যদিও সবার মনোযোগ কমই ছিল। সবকিছুই ছিল ক্লপময়। লিভারপুলের পুনর্জাগরণের নায়কের বিদায় বেলায় এমন হওয়াই তো স্বাভাবিক।

২০১৫ সালে লিভারপুলের দায়িত্ব নেওয়া ক্লপ গত জানুয়ারির শেষ দিকে আচমকা ঘোষণা দেন মৌসুম শেষে লিভারপুল ছাড়বেন তিনি। তাঁর বিদায়টা রাঙাতে লিভারপুল কর্তৃপক্ষ নানা আয়োজন করে। ম্যাচ শেষে মাঠের মাঝখানে অস্থায়ী মঞ্চে যাওয়ার সময় 'গার্ড অব অনার' দেন ফন ডাইক, সালাহরা। তখন লিভারপুলের সারিবদ্ধ খেলোয়াড়দের পরনে ছিল ‌অলরেডে জার্সি। যার সামনের দিকে লেখা ছিল 'আপনাকে ধন্যবাদ' এবং পেছনে ছিল লিভারপুলের বিখ্যাত গানের সঙ্গে মিল রেখে লেখা 'আই উইল নেভার ওয়াক অ্যালোন'। আর গ্যালারিতে এ কোচকে সম্মান জানিয়ে নানা প্ল্যাকার্ড-ফেস্টুন তো ছিলই। বিদায় বেলায় এত আয়োজন দেখে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন ক্লপ। মঞ্চে মাইক্রোফোন হাতে নিয়ে তিনি বলেন, 'আমি খুব খুশি। আমি এটা বিশ্বাসই করতে পারছি না। এই আবহ ও পরিবার নিয়ে ভীষণ খুশি আমি। এটা অসাধারণ, আপনাদের ধন্যবাদ। আমার কাছে এটা শেষ মনে হচ্ছে না, শুরুর মতো লাগছে।'

ক্লপের অধীনে গত ৯ বছরে একটি চ্যাম্পিয়নস লিগ ও একটি প্রিমিয়ার লিগসহ ৯টি শিরোপা জিতেছে লিভারপুল। এর মধ্যে ৩০ বছর পর অ্যানফিল্ডে লিগ শিরোপা আসাটা ছিল সবচেয়ে বড় ঘটনা। বছরের পর বছর ধুঁকতে থাকা দলটি ক্লপের হাতে পুনর্জন্ম নেয়। তবে এ পরিবর্তনের কৃতিত্ব তিনি দিয়েছেন সমর্থকদের, 'মানুষ বলে, আমি তাদের (লিভারপুল) সংশয়ী থেকে বিশ্বাসী বানিয়েছি। এটা সত্য নয়। আপনারাই এটা করেছেন। আজ আমিও আপনাদেরই একজন এবং আমি বিশ্বাস রাখছি। হ্যাঁ, আমি অনেককে কাঁদতে দেখেছি এবং আজ রাতে আমিও কাঁদব। কারণ, আমি এই মানুষগুলোকে মিস করব।'

নতুন কোচকে স্বাগত জানানোর জন্যও সবার প্রতি অনুরোধ রেখে যান ক্লপ, 'আপনারা নতুন কোচকে (আর্নে স্লট) স্বাগত জানাবেন, যেমনটা আমাকে জানিয়েছিলেন।' আগামী সপ্তাহে লিভারপুল সমর্থকদের একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে এর পর সপরিবারে নিজ দেশ জার্মানি ফিরে যাবেন তিনি। তবে ভবিষ্যতে স্রেফ দর্শক হিসেবে অ্যানফিল্ডে ফেরার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ক্লপ।

আইপিএল :
শুভমনের গুজরাট ছাড়ার গুঞ্জন

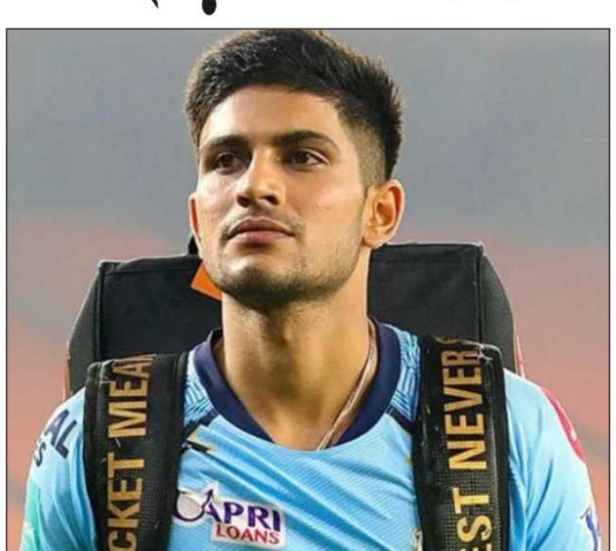

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : গুজরাট ছাড়ছেন কী শুভমন গিল? হঠাৎ করেই তাকে ঘিরে শুরু হলো জল্পনা। গিলের করা একটি টুইট এই প্রশ্ন সৃষ্টি করেছে। পরপর দুইটি ম্যাচ বৃষ্টিতে ভেস্তে যাওয়ায় প্লে অফ থেকে ছিটকে গিয়েছে গুজরাট। হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে ম্যাচ বৃষ্টিতে পণ্ড হওয়ার পর হতাশ দেখায় শুভমনকে। তিনি টুইট করে লেখেন, 'আইপিএল এভাবে শেষ হোক আমরা চাইনি। তবে এবারের আইপিএল থেকে অনেক কিছু শিখতে পারলাম। কিছু স্মৃতিও থাকল। একটা সুন্দর পরিবারের সঙ্গে তিন বছর জুড়েছিলাম। এই যাত্রা কোনওদিন ভুলব না। যে সমর্থকরা সবসময় পাশে থেকেছেন, তাদের অসংখ্য ধন্যবাদ।' গিলের এই টুইট গুঞ্জন বাড়িয়েছে। আগামী বছর আইপিএলে মেগা নিলাম। অনেকেই ভাবছেন-এটা শুভমনের ফেয়ারওয়েল স্পিচ ছিল। গুজরাটের জন্মলগ্ন থেকে রয়েছেন গিল। হার্দিক পাণ্ডিয়া চলে যাওয়ায় অধিনায়কত্ব পান। কিন্তু শোনা যাচ্ছে, গুজরাটে খুশি ছিলেন না তিনি। তাই হয়তো মেগা নিলামে নাম লেখাবেন। সেক্ষেত্রে পরের আইপিএলে নতুন ফ্র্যাঞ্চাইজিতে গিলকে দেখার সম্ভাবনা বেশি।

ইতিহাস লেখার অপেক্ষায় বাবর আজম

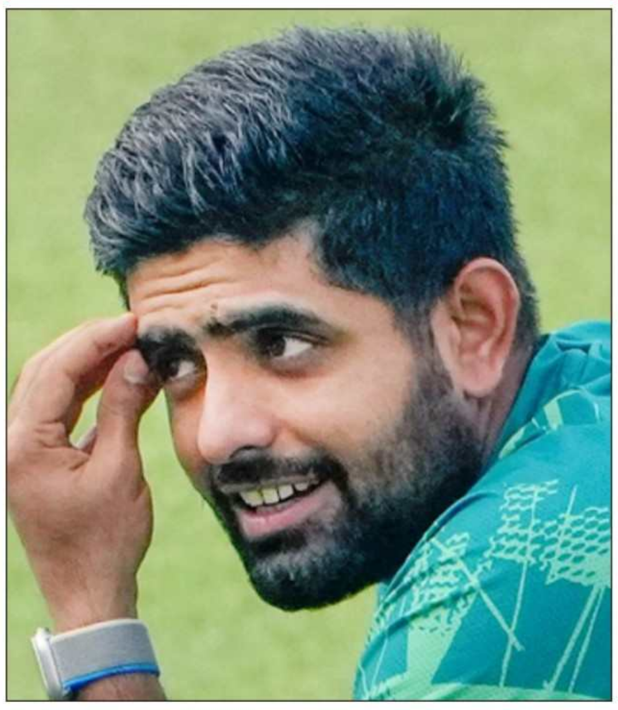

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : গেল আয়ারল্যান্ড সিরিজে বেশ কিছু রেকর্ড গড়েছিলেন বাবর আজম। তিন ম্যাচের ওই সিরিজে ৫০ বা ৫০+ রানের ইনিংস খেলায় বিরাট কোহলিকে ছাড়িয়ে টি-টোয়েন্টিতে নতুন রেকর্ড করেন পাকিস্তান অধিনায়ক। এছাড়া আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে দলকে নেতৃত্ব দেওয়ায় অস্ট্রেলিয়ার সাবেক অধিনায়ক অ্যারন ফিঞ্চের রেকর্ড ভেঙে দেন বাবর।

এবার ইংল্যান্ড সিরিজেও বেশ কিছু রেকর্ড গড়ার অপেক্ষা করছেন বাবর। এই সিরিজে নিজের সাফল্যের মুকুটে দুটি পালক যুক্ত করতে পারেন ডানহাতি এই ব্যাটার।

প্রথমত, চার ম্যাচের এই সিরিজে যদি ৪৫ রান করতে পারেন, তাহলে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ৪ হাজার রানের মাইলফলক স্পর্শ করতে পারবেন তিনি। আর এটি করতে পারলেই পাকিস্তান ক্রিকেটে নতুন ইতিহাস লেখা হবে বাবরের। কারণ, দেশটির টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের ইতিহাসে এখন পর্যন্ত কেউ ৪ হাজার রান করতে পারেননি।

বর্তমান টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে বাবরের রান ৩ হাজার ৯৫৫। সংক্ষিপ্ত ফরম্যাটের এই ক্রিকেটে সর্বোচ্চ রানসংগ্রাহকদের তালিকায় তৃতীয় স্থানে আছেন বাবর। ৪ হাজার ৩৭ রান নিয়ে শীর্ষে আছেন কোহলি। বাবর যদি পুরো সিরিজে ৮২ রান করতে পারেন, তাহলে কোহলিকে ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে সর্বোচ্চ রানসংগ্রাহক হবেন তিনি।

এছাড়া আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে জাতীয় দলের অধিনায়ক হিসেবে বাবরের ঝুলিতে আছে ২ হাজার ৪৫২ রান। আর মাত্র ৪৮ রান করতে পারলেই প্রথম কোনো অধিনায়ক হিসেবে আড়াই হাজার রানের মাইলফলকে পৌঁছে যাবেন বাবর।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR